ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২২৮৬
আগরতলা,১১ আগস্ট,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘‘টিকা নেওয়ার একদিন পর শিশুর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য,’’ এই শিরোনামে ৮ আগস্ট,২০২৫ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রজেন্দ্রনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত সাত সদস্যক তদন্ত কমিটির প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে, একমাস তেইশদিন বয়সী শিশুটিকে গত ৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের সকাল ৯টা ৩০ মিনিট নাগাদ কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। উক্ত শিশু গত ৬ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে বকবকি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে পেন্টাভেলেন্ট, রোটাভাইরাস, ওপিভি, আইপিভি, এবং পিসিভি টিকার প্রথম ডোজ গ্রহণ করেছিল। একই ভায়াল থেকে আরও ৮ জন শিশু এই টিকা গ্রহণ করেছে। বকবকি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের কমিউনিটি হেলথ অফিসার শিশুদের নিয়মিত টিকাদানের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিলেন এবং তিনি উক্ত শিশুর টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা খুজে পাননি এবং অন্যান্য শিশুর ক্ষেত্রেও কোনো গুরুতর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। এর পাশাপাশি, উক্ত ভায়াল-এর ভিভিএম পরীক্ষাও করা হয়েছিল। টিকা প্রদানের পর মা ও শিশুকে প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত উক্ত আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়, এবং এ সময় শিশুর মধ্যে কোনো টিকা-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। এরপর শিশুর মাকে প্যারাসিটামল ১২৫ মি.গ্রা. সিরাপ প্রদান করে তাকে এর ব্যবহারের নিয়মও বুঝিয়ে বলা হয়।

এদিকে, শিশুর মা-এর দেওয়া তথ্যমতে, সেইদিন রাত ১১টা নাগাদ শিশুর উচ্চমাত্রার জ্বর হয় এবং তিনি শিশুকে মাত্র তিন ফোঁটা প্যারাসিটামল সিরাপ আঙুলের ডগায় দিয়ে দেন। এরপর গত ৭ আগস্ট, ২০২৫-এর সকাল ৭টা ৩০মিনিট নাগাদ তারা আশাকর্মী অমিতা রাণী দাস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আশাকর্মী সঙ্গে সঙ্গে সিএইচও’র পরামর্শে শিশুটিকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন যে, শিশুটিকে কোনো চিকিৎসকের কাছে না নিয়ে দ্রুত সুস্থতার আশায় একটি ‘‘মন্দিরে’’ নিয়ে যাওয়া হয। কিন্তু তাতে শিশুর শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত গত ৭ আগস্ট, ২০২৫-এর সকাল ৯টা ৩০মিনিট নাগাদ কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের অনুরোধে শিশুটির পোস্ট মর্টেম করা হয়নি, ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ধারণও করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও, পরিবারের বয়ান অনুযায়ী জানানো যাচ্ছে যে, এর ইতিপূর্বে ২১ দিনের এক পুত্রসন্তানের মৃত্যু হয়েছিল। হঠাৎ শ্বাসকষ্টজনিত কারণে সেই শিশুর মৃত্যু হয়েছিল, তবে সেই সময় কোনো টিকাদানের ইতিহাস ছিল না।

*****